The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

১৯৪২ এর ভারতছাড়ো আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসএকটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ :

Gita Rani Mondal
Former Student, Dept. of History. Rabindra Bharati University.Kolkata, West Bengal, India
Email: mondaigital998@gmail.com DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400078

সারসংক্ষেপ

গান্ধিজী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে তিনটি সর্বভারতীয় গণ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তার মধ্যে শেষ তথা ভারতছাড়ো আন্দোলনের চরিত্র ছিল প্রথম দুটি আন্দোলন তথা ১৯২০ ৩৪-১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও ১৯২২ - সালের আইন অমান্য আন্দোলন অপেক্ষা পুরোপুরি আলাদা। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ইংরেজ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা এবং ভারত থেকে ইংরেজদের তল্পিতল্পা গুটানো। এ আন্দোলনের দ্বারা যেনতেন প্রকারে দেশ থেকে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য গান্ধিজীর নীতি ছিল 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে')Do or die)। গান্ধিজী নিজে একজন অহিংস নীতির পূজারী হলেও এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি সত্যাগ্রহ প্রয়োগ করার কথা বলেন। অনান্য আন্দোলনের মতো যেমন আইন অমান্য করে কারাবরণ ছাড়াও শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম যেমন- যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টাইংরেজ সেনাদের গতিবিধি নিয়ন ,সাধারণ ধর্মঘট হরতাল ,রেলপথ অবরোধ ,্রণ ইত্যাদি গ্রহণেও কোনো আপত্তি ছিলনা গান্ধিজীর। তবে গান্ধিজী চৌরিচৌরা ঘটনার পুনরাবৃত্তি ভারত ছাড়ো আন্দোলনে হোক তা চাননি। এই আন্দোলনে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তিনি অনেক খোলা মনের পরিচয় দেন। এ ক্ষেত্রে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন কোনো নোতা কারারুদ্ধ হলেও আন্দোলন যোন বন্ধ না থাকে সেক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের হাতে নেতৃত্বের দায়িত্ব তুলে নেবে। ব্যাপ্তির দিক থেকেও ভারত ছাড়ো আন্দোলন আগের আন্দোলন থেকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। তখনকার বড়লাট লিনলিথগো স্বীকার করেন যে , এর সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজদের এই ধরণের তীব্র আন্দোলনের মুখোমুখি ১৮৫৭ হতে হয়নি।

Key Words:- *অহিংস, স্বাধীনতা, ধর্মঘট, কারাবরণ, সন্ত্রাসবাদী, গণঅত্মদান, বয়কট, সম্প্রচার।*

ভূমিকা-: ১৯৩৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। ১৯৪১ সালের মাঝে সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধে যোগদানের পরিপ্রেক্ষিতে এক নতুন আর্ন্তজাতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এরূপ পরিস্থতিতে ১৯৪২ সালে জাপানের সেনা ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন দখল করলে ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয় কংগ্রেস ভারতে জাপানি আক্রমণের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কংগ্রেস তাই ব্রিটেনের যুদ্ধ প্রয়াসের সঙ্গে সকল সহযোগিতা বন্ধ করার পক্ষপাতী ছিল। সরকার কংগ্রেসের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। ১৯৪২ সালের মে মাসে গান্ধিজী হরিজন পত্রিকায় লেখেন ইংরেজ সরকারের হাত থেকে মুক্তির তাগিদে ভারতীয়রা যেন জাপানের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ায়। যা প্রতিষেধক রোগের থেকেও খারাপ। ক্রিপশ মিশনের সুপারিশ ব্যর্থতা এবং তা প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই প্রত্যাখান করেছিল। সেইসময় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ, নরেন্দ্রদেব, মিনু মাশানি, অচ্যুত পট্টবর্ধন প্রমুখ গান্ধীর ব্রিটিশ বিরাধী মনোভাবকে সমর্থন করেন। কংগ্রেস এগিয়ে চলল 'ভারতছাড়ো' আন্দোলনের দিকে আর ব্রিটেন এই বিপদের মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে এল নিজের হাতে বিশেষ ক্ষমতা নেওয়ার দিকে। ১৯৪২ এর আগষ্ট মাস পর্যন্ত নেহেরু এই সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন। একেবারে শেষ সময়ে তিনি আন্দোলনের পক্ষে মত দেন। [১]

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপট-: ১৯৪২ সালের মে মাসে গান্ধী লেখেন, "ভগবানের হাতে ভারতকে ছেড়ে দাও। যদি সেটি অতিরিক্ত মনে হয় তবে তাকে নৈরাজ্যের হাতে সমর্পণ কর। এই সুশৃঙ্খল নৈরাজ্য বন্ধ হোক এবং যদি পুরোপুরিই অরাজকতা আসে তবে আমি তার ঝুঁকি নেবো।"[২]

৮ই আগষ্ট ১৯৪২ AAICC এর বোম্বাই অধিবেশনে যে বিখ্যাত 'ভারতছাড়ো' প্রস্তাব নেওয়া হয় তারপরেই ডাক দেওয়া হয়; 'যতদূর সম্ভব বড় মাত্রায়, অহিংস পন্থার গণ সংগ্রামের'। সেটা হবে অবধারিত ভাবে গান্ধীর নেতৃত্বে। কিন্তু এর সঙ্গে একটা অতিরিক্ত ধারা ছিল যেটি তাৎপর্যপূর্ণঃ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে যদি গ্রেপ্তার করে সরিয়ে দেওয়া হয়, 'তাহলে প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী এবং তার জন্যে সংগ্রামরত ভারতীয়কে অবশ্যই নিজেকে নিজের দিশারী হতে হবে...'। ঐ একইদিনে গান্ধিজী বললেন তার আবেগময় 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ভাষণে।[৩] ৯ই আগষ্ট ভোরবেলা গান্ধিজীসহ সমস্ত নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয় এবং এরই ফলগুরূপ শুরু হয় গণবিক্ষাভ, যা ভারতের ইতিহাসে 'আগষ্ট বিপ্লব' নামে পরিচিত ভাইসয়র একে বর্ণনা করে বলেছেন ১৯৪২ সালের ভারতছাড়ো আন্দোলন সালের পরে সব চাইতে সাংঘাতিক বিদ্রোহ। ১৮৫৭"" প্রথম থেকেই আগষ্ট আন্দোলন ছিল হিংস্বাশ্রয়ী ও সপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হীন, যেহেতু আন্দোলন শুরুর আগে থেকেই কংগ্রেসের উপর তলার নেতারা সকলেই ছিলেন কারারুদ্ধ। তাই একে 'স্বতস্ফূর্ত বিপ্লব' বলা হয়েছে, যেহেতু কোন পূর্বপরিকল্পনা এমন তাৎক্ষণিক ও সর্বব্যাপী পরিণাম সৃষ্টি করতে পারত না।"[৪]

৯ আগস্টের মধ্যে জাতীয় নেতৃবৃন্দ বন্দী হবার পরে ১১-অন্যান্য অপরিচিত নেতা ও ছাত্ররা এই আন্দোলনের নেতৃত্বের হাল ধরেছিল, অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে ভারতছাড়ো আন্দোলনের ৩টি পর্যায় ছিল।

প্রথম পর্যায়ে, বয়কট, পিকেটিং এর মধ্য দিয়ে আন্দোলনের সূচনা, তবে সেই সবধর্মঘট-, প্রভৃতিকে দমন করার ব্যবস্থা করা হয়। যোগযোগ ব্যবস্থা যেমন, স্টেশন, রেলপথ, সরকারী ভবনের ওপরে আক্রমন করা হয়। টোলফোন, টেলিগ্রাফ তার ও খুঁটি ছিড়ে দিয়ে ধ্বংস করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় বিভিন্ন জায়গায় জাতীয় সরকার গঠন করা হয়। এর ফলে ইংরেজ সরকারের তীব্র দমন পীড়ন অত্যাচার শুরু হয়, যার ফলে নেতৃবৃন্দরা বাধ্য হয় গোপনে আন্দোলন চালিয়ে যেতে।

তৃতীয় পর্যায়ে সন্ত্রাসমূলক কার্যকর্ম চালিয়ে আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা যার মূল উদ্দেশ্য ছিল যোগাযোগের ব্যবস্থাকে নাশ করে ইংরেজ সরকারের সমস্ত পরিকাল্পনাকে বানচাল করে দেওয়া।

ব্রিটিশ দমননীতি ও আঞ্চলিক বিন্যাস

আগষ্ট আন্দোলন প্রথমে শুরু হয়েছিল পুণা, কলকাতা, ঢাকা, পাটনা প্রভৃতির মত বড় বড় শহরে। পরে তা ভারতের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার মেদিনীপুর, মাদ্রাজ, উড়িষ্যার উপকূলবর্তী অঞ্চল, বোম্বাই এর সাতারা, ব্রোচ, খান্দেশ প্রভৃতি অঞ্চলে এই আন্দোলন ব্যাপক আকার নেয়। এছাড়া আসাম, সিন্ধু প্রদেশে এই আন্দোলন তেমন প্রভাব ফেলেনি। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, কেরলেও এই আন্দোলন তেমন প্রভাব ফেলেনি। মধ্যবিত্ত, কৃষক, ছাত্ররা ব্যাপক অংশগ্রহণ করলেও মুসলিমরা প্রায় কোনো অংশ নেয়নি। কমিউনিস্টরা এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে। বোম্বাই প্রদেশে জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ৯ই আগষ্ট ১৯৪২ প্রথমে গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক ময়দান ও পরে শিবাজী পার্কে বিশাল সভা আহ্বান করা হয়। মহিলা, ছাত্ররা আন্দোলনে অংশ নেয়। অরুণা আসফ আলি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। বোম্বাই ছাড়া পুণা, বেলগাঁও, রত্নাগিরি, নাসিক, সাতারা, প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। পূর্ব খান্দেশে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ডউত্তম পাতিল ও তার স্ত্রী .

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

বসন্তবন্ধু -লীলা পাতিল। পুলিশের গুলিতে শিশুদের মিছিলে বহু শিশু মারা যায়। অনেক নেতা ভয়ে আত্মগোপন করে যেমন পাতিল, রাম মনোহর লোহিয়া, ওয়াই .ভি .চ্যাবন প্রভৃতি। অচ্যুত পট্টবর্ধন ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করেন 'Ninth August' পত্রিকা। এস এম যোশী ও অচ্যুত পট্টবর্ধন .'ক্রান্তিকারী' নামে মারাঠী ভাষায় প্রত্রিকা প্রকাশ করেন।

সবচেয়ে চমকপ্রদ ছিল কংগ্রেস নেতার কেন্দ্র। বোম্বাই শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে গোপনে এই কেন্দ্রের বেতার সম্প্রচার করা হত এবং তা শোনা যেত সুদূর মাদ্রাজেও। রাম মনোহর লোহিয়া নিয়মিত ভাবে এই বেতারকেন্দ্র থেকে বক্তৃতা দিতেন। ১৯৪২ এর নভেম্বরে পুলিশ এই বেতার কেন্দ্রটি আবিষ্কার করে এর যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করে। তার আগে পর্যন্ত এটি চালু ছিল।[৫]

আগষ্ট আন্দোলনের সবথেকে বড় ঘাঁটি ছিল পূর্ব যুক্তপ্রদেশ ও বিহার, ১১ আগষ্ট বহু লোক মিছিলে যোগ দেয়। শরণ, মুজঃফরপুর, মুঙ্গের, সাঁওতাল পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় পতাকা তোলা হয়। এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণ হয়নি। সুলতানপুরে সীতারাম সিং নামে একজন বিপ্লবীর নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্মীরা ও একটি সীমান্তরাল প্রশাসন গড়ে তোলে এবং নিজেদের দারোগা নিয়োগ করে। জামসেদপুরে ঝাড়ুদাররা ধর্মঘট করে। চম্পারণ ভাগলপুর অঞ্চলে পরশুরাম দল ও সীতারাম দল নামে দুটি বৈপ্লবিক সংস্থা প্রভাবশালী ছিল। সীতারাম দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সীতারাম সিং। অন্যদিকে পরশুরাম দল প্রতিষ্ঠা করেন পরশুরাম সিং। এছাড়া মহেন্দ্র গোপের নেতৃত্বে আরও একটি দল সক্রিয় ছিল। বিহারে নেতৃত্ব দেন জয়প্রকাশ নারায়ণ।

বাংলাতে ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা, ঢাকা, হুগলী, বীরভূম প্রভৃতি, কলকাতার স্কুল কলেজের ছাত্ররা ক্লাস বয়কট করে বিভিন্ন মিছিল, পথ অবরোধের মাধ্যমে আন্দোলনের সূত্রপাত করে। পুলিশের গুলিতে বহু ব্যক্তি মারা যান। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের কারণে যুগান্তর, অমৃতবাজার, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সংবাদপত্র ১০ দিনের জন্য তাদের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলেও ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়।

মেদিনীপুর ও হুগলীতে যেসব নেতা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে সুশীল ধাড়া, অজয় মুখার্জী, সতীশচন্দ্র সামন্ত, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, সুরেশ গুপ্ত প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, বিদ্যুৎ বাহিনী নামে স্বেচ্ছাসেবী দল করা হয়। সুতাহাটায় এক বিশাল জনতা বিদ্যুৎ বাহিনী ও ভগিনী সেবা শিবিরের নেতৃত্বের দ্বারা থানা দখল করতে পারদর্শী হয়। মেদিনীপুরে আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত জাতীয় সরকার তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। তমলুকে গান্ধীবাদী গঠনমূলক কাজের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল এবং অতীতে এখানে অনেক গণসংগ্রাম ও হয়েছে। জাতীয় সরকার সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্যে ত্রাণের ব্যবস্থা করলেন, স্থাপন করলেন সালিশ আদালত। ধনীদের উদ্বৃত্ত ধন বিলি করলেন গরিবদের মধ্যে। তুলনামূলক ভাবে সুদৃঢ় অঞ্চলে অবস্থিত বলে অপেক্ষাকৃত সহজে এই সরকার কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন।"[৬]

উড়িষ্যাতে ভারতছাড়ো আন্দোলন ছিল বিক্ষিপ্ত। বড় বড় নেতাদের কারারুদ্ধর কারণে আদালনের ধার কমে গিয়েছিল। বালেশ্বর, কটক, কোরাপুট ছিল উড়িষ্যার এই আন্দোলনের মূল কেন্দ্র। বালেশ্বর জেলায় অনেক গ্রামে স্বরাজ পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং লবণের গোলা লুঠ করা হয়।। ইরাম বাসুদেবপুর থানা ২৮শে সেপ্টেম্বর আক্রান্ত হয়। পুলিশের গুলিতে ৬জনের মত্যু হয়। এছাড়া কটকে গণঅভ্যুত্থানের তুলনায় রক্ত বাহিনীর নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদীরা বেশী সক্রিয় ছিল। লক্ষণ নায়ক নামে একজন নিরক্ষর গ্রামবাসী এক জঙ্গল রক্ষীকে হত্যা করার দায়ে প্রাণদন্ডে দন্ডিত হন। তালচের অঞ্চলে গোরিলা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

আসামে ভারতছাড়ো আন্দেলন তীব্র আকার ধারণ করেনি। তবে আসামের তেজপুর, শিবসাগর, বরপেতা, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে সরকারী ভবন আক্রান্ত হয়। কনকলতা দেবী নামে এক মহিলা মারা যান পুলিশের গুলিতে। নওগাঁ জেলায় আন্দোলন

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

এত তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে নওগাঁ জেলাকে আসামের মোদনীপুর বলে আখ্যা দেওয়া হয়। আসামে যে সমস্ত ব্যক্তিরা নেতৃত্ব দিয়েছিল তাদের মধ্যে আগরওয়ালা, পূর্ণচন্দ্র শর্মা, বিজয়চন্দ্র ভগবতী, মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী প্রমুখের নাম উল্লেখ্য।

উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে বালিয়াতে ১৯৪২ এর আগষ্টমাসে ছিট্টু পান্ডের নেতৃত্বে পাল্টা সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। পান্ডে নিজেকে গান্ধিবাদী বলতেন। এই সরকার জেলা শাসককে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ও গ্রেপ্তার করা সমস্ত কংগ্রেস নেতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু তাই সরকার বেশিদিন টেকেনি। পাল্টা সরকার গঠনের এক সপ্তাহ পরে সৈন্যরা বালিয়ায় ঢুকে দেখল নেতারা পালিয়েছেন।[৭]

দক্ষিণ ভারতে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রভাব তেমন ভাবে পড়েনি। তেলিচেরি, মাদ্রাজের ত্রিচিনাপল্লী, মাদুরা ইত্যাদি অঞ্চল, মহীশুরের ব্যাঙ্গালোর, হাসান প্রভৃতি অঞ্চলে সামান্য প্রভাব পড়েছিল। মহীশূরে ও মাদ্রাজে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। উত্তর পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এই আন্দোলনের কোন প্রভাব পড়েনি। পেশোয়া ও অন্য কয়েকটি শহরে খোদাই খিদমতগারের নেতৃত্বে বিক্ষোভ প্রদর্শন ছাড়া উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ শান্ত ছিল।

ভারতছাড়ো আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য-:

ভারতছাড়ো আন্দোলনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমত শুরুর দিকে বোম্বাই, কলকাতা, কানপুর, নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ধর্মঘট, পুলিশী সংঘর্ষ ব্যাপক আকারে চললেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পুলিশী তৎপরতায় তা দমন করার ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয়ত বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ , বোম্বাই প্রেসিডেন্সির গ্রামাঞ্চলে যে আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল তা ব্যাপ্তিতে শহরের অনেকাংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোন কোন স্থানে ব্রিটিশ শাসন নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল এবং জাতীয় সরকার স্বল্পস্থায়ী হলেও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তৃতীয়ত ভারতছাড়ো আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লেও দক্ষিণ ভারত ও উত্তর পশ্চিম সিন্ধু প্রদেশে এর সেরকম কোনো প্রভাব পড়েনি। চতুর্থত এই আন্দোলন দমন করতে ব্রিটিশ সরকার যে কিছু নীতি অবলম্বন করেছিল তার নজির মেলা ভার।

ব্যর্থতার কারণ

যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ভারতছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়েছিল শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়। ১৯৪৪ সালের ১লা আগষ্ট গান্ধী আত্মসমর্পনের কথা জানালেন। প্রধানত ৪ টি কারণকে এহ আন্দোলনের ব্যর্থতার মুখ্য কারণ বলা যেতে পারে। প্রথমত এই আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য ব্রটিশ সরকার যে দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেছিল তা নজিরবিহীন। গান্ধিজী যে তার 'Do or Die' নীতি নিয়েছিলেন ইংরেজদের কাছে তা ছিল জীবনমরণ সমস্যা। ভারতবাসী ভারতের স্বাধীনতা লাভের আশায় মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ৪২ এর আন্দোলনের ফলে স্বাধীনতা আসতে দেরী হয়নি। দ্বিতীয়ত ভারতছাড়ো আন্দেলন কেনো সুপরিকল্পিত পথে পরিচালিত হয়নি। সমস্ত আন্দোলনটির নির্দিষ্ট কোনো সমচরিত্র ছিল না। কিন্তু ইংরেজরা অনেক চিন্তা ভাবনা করে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। গান্ধীর সমস্ত পরিকল্পনায় ছিল ভুল ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ভেবেছিলেন যে ইংরেজরা আলোচনায় বসতে চাইবে। বাস্তবে তা হয়নি। তিনি ভেবেছিলেন ধীরে সুস্থে আন্দোলন করবেন। ওয়ার্ধায় 'ভারতছাড়ো' আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ৫ই জুলাই আর বোম্বাইতে সেই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছিল প্রায় এক মাস পরেই আগষ্ট।৮ -" [৮] সুতরাং বিভিন্ন ভুল সিদ্ধান্ত এই আন্দোলনকে ভুল পথে নিয়ে যায়।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

তৃতীয়ত ১৯৪৩ সালে বাংলায় মানুষসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ তার সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্যা ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রচন্ড ক্ষতি করেছিল। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজসাধ্য ছিল না। ১৯৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ঘটে। রেশনিং ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল। অর্থনৈতিক দুর্দশা ও দুর্ভিক্ষের ফলে ভারতছাড়ো আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়।

চতুর্থত ভারতের মুসলিম জনগণ ভারতছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। বিআর আম্বেদকরের কাছে এই আন্দোলনের . কোন গুরুত্ব ছিলনা। বামপন্থী দলগুলি অংশ গ্রহণ করেনি। এমনকি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের রাডিক্যাল ডেমক্রেটিক দল ও ভারতের কমিউনিস্ট দল অনুমান করেছিল যে, দ্বিতীয় বিশযুদ্ধে রাশিয়ার অংশগ্রহণের পর এই যুদ্ধের চরিত্র বদলে গিয়েছিল এবং যেটি রূপ নিয়েছিল গণযুদ্ধে, যার লক্ষ্যই ছিল ফ্যাসীবাদের ধ্বংস করা তবে অমলেশ ত্রিপাঠী মনে করেছেন কমিউনিস্টরা যে নীতি অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন, তাতে করে ভারত খন্ড খন্ড হবার সম্ভাবনা ছিল।

ভারতছাড়ো আন্দোলনের গুরুত্ব

ভারতছাড়ো আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল ঠিকই তবে এই আন্দোলনের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এই আন্দোলনের দ্বারাই ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল যে ভারতে তাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। ১৯৪৫ সালে তাই তারা ভারতবাসীর সাথে একটি সমঝোতায় আসার জন্য উৎসাহী হয়েছিল। যদিও তা তাদের উদারতা থেকে আসেনি। ভারতছাড়ো আন্দোলনের দ্বারাই তারা তা অনুভব করে। ১৯৪৪ সালের বড়লাট ওয়াভেল চার্চিলকে এক চিঠিতে জানিয়েছিল যে, যুদ্ধের পরে বল প্রয়োগ করে ভারতকে ধরে রাখা সম্ভব না। বিহার, বোম্বাই, উড়িষ্যা অর্থাৎ যেসব অঞ্চলে ৪২ এর আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল তা স্বাধীনতা আন্দোলনের পরবর্তী পার্যায়ে কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নি। (৪৭-১৯৪৫)

ভারতছাড়ো আন্দোলন কংগ্রসের পক্ষে শুভ হয়নি। কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গুলি পদত্যাগ করায় সব কর্মসূচী ব্যর্থ হল। ভারতছাড়ো" আন্দোলন থেকে কংগ্রেস কি পেল তা বর্ণণা করতে গিয়ে অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন (কংগ্রেসীদের) সরকার তাদের- আলোচনার জন্য ডাকলেন না, গান্ধীর মৃত্যুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও মুক্তি দিলেন না। লীগের শক্তি বাড়লোজিন্না বাংলা ও পাঞ্জাবে - আপন প্রতিপত্তি বাড়িয়ে সরকারের কাছে গান্ধীর সমান মর্যাদা দাবী করলেন। কমিউনিস্টরা আন্দোলনে বাধা দিয়েও সভা সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন, তার চেয়েও বড় গণ সংযোগ। এমনকি হিন্দু মহাসভাও প্রভাব বাড়ালো।"[৯]

ভারতছাড়ো আন্দোলনের গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে আরেকটি বিষয় উঠে আসে তা হল এই আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণের ভূমিকা। পাঞ্জাবে রাজকুমারী অমৃতা কাউর, পুষণ গুজরাল ভারতছাড়ো আন্দোলন পরিচালনা করেন। আসামের নওগাঁও জেলার গৃহবধূ শ্রীমতী ভোগেশ্বরী ফুকনানীকে পুলিশ হত্যা করে। আত্মগোপন করে সুচেতা কৃপালিনী, (লখনৌ জেলে তাকে dangerous prisoner বলা হয়েছে ।(উষা মেহেতা, মৃদুলা সরাভাই, হেমু কালানি, নাগাল্যান্ডের রানি গুইডালা প্রমুখ আন্দালনকে সংগঠিত করেন। উষা মেহেতা voice of Freedom নামে রেডিও স্টেশন গঠন করে ইংরেজ বিরোধী প্রচার চালান। আন্দালনে সর্বাধিক কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন দিল্লির অরুনা আসফ আলি। আসামের ১৩ বছর বয়সি স্কুলছাত্রী কনকলতা বড়ুয়া এই আন্দালনের নেতৃত্ব দেন, বীরভূমের শান্তিনিকেতনের সুনীতা সেন, মায়া ঘোষ, নন্দিতা কৃপালনী প্রমুখ এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন।

ভারতছাড়ো আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের পাশাপাশি ছাত্র কৃষক শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ও গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, নানা নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ছাত্ররা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আজমগড, বালিয়া, গোরখপুর, পাটনা, গয়া, ভাগলপুর, মুঙ্গের, চম্পারণ, সাহাবাদে ছাত্র আন্দোলনের আগুন জ্বলে ওঠে। আসামে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন পাটগিরি, কণকলতা বড়ুয়া, চারু গোস্বামী প্রমুখ। মাদ্রাজে পুলিশের দমননীতির বিরুদ্ধে ধর্মঘট চলায় ছাত্রনেতা কে আর গণেশ মোহন

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

রেডিড। বোম্বেতে উমাভাই দেশাই, লক্ষ্ণৌতে হরিশ তেওয়ারি, রাম আস্রে। বাংলায় ভারত ছাড়ো আন্দেলনের শুরুতেই কংগ্রেস ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশন নিষিদ্ধ হয়। ফলে কমিউনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এসপি দলের নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হয়।

উপসংহার

যদিও পরিশেষে এই ভারতছাড়ো আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল ঠিকই তা সত্ত্বেও এই আন্দোলনের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায়না। গান্ধী অহিংসার পূজারী হলেও আন্দোলন বন্ধ করার কথা কখনও বলেননি। অনেকে আবার সহিংস পথ নিতে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন কংগ্রেসের বরাবরের পথে। আবার অনেকে ১৯৪২ এর আন্দোলনে হিংসার পথ গ্রহণ করেছিল। তারা মনে করতেন কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে হিংসার আশ্রয় নেওয়া ন্যায়সম্মত। গান্ধিজী জনগণের এই হিংসার নিন্দা করতে রাজি ছিলেন না। এই ঐতিহাসিক আন্দোলন স্বাধীনতার দাবিকে জাতীয় আন্দোলনের আলোচ্য বিষয়ে রূপান্তরিত করেছিল। এটাই এই আন্দোলনের গুরুত্ব। তারপর কিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে সেটা নিয়ে ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার একমাত্র বিষয়বস্তু। স্বাধীনতা তাই পাওয়া আবশ্যক হয়ে গেল। যেটা স্পষ্ট হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর।

Endnote

১। চন্দ্র, বিপান; মুখার্জী, মৃদুলা; মুখার্জী, আদিত্য; পানিক্কর, কে, এন; মহাজন, সুচেতা। ১৮৫৭ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম"-১৯৪৭৩৬৬ -পৃষ্ঠা "

২। বান্দ্যাপাধ্যায়, শেখর। পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর আধুনিক" ভারতের ইতিহাস৪৮৬ পৃষ্ঠা "

৩সরকার (, সুমিত। 'আধুনিক ভারত ১৮৮৫৩৩৪ পৃষ্ঠা "১৯৪৭-

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর। ৪৮৭ পৃষ্ঠা "পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর আধুনিক ভারতের ইতিহাস"

৫চন্দ্র (, বিপান; মুখার্জী, মৃদুলা; মুখার্জী, আদিত্য; পানিক্কর, কেএন .; মহাজন সুচেতা। ভা"রতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-৩৭১ পৃষ্ঠা "১৯৪৭

৬। তদেব। পৃষ্ঠা ৩৭৩

৭৩৭৩ তদেব। পৃষ্ঠা (

৮মল্লিক (, সমর কুমার। (১৯৪৭-১৮৫৮) আধুনিক ভারতের রূপান্তর রাজ থেকে স্বরাজ"" পৃষ্ঠা ৬৫৯

৯। ত্রিপাঠী, অমলেশ। "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী জাতীয় কংগ্রেস", পৃষ্ঠা ৩৪৩

Bibliography

বিপানচন্দ্র; মুখার্জী, মৃদুলা; মুখার্জী, আদিত্য; পানিক্কর কেএন .; মহাজন সুচেতা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭১৯৪৭-, কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানি ১৯৯৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর আধুনিক ভারতের ইতিহাস। ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১৬

সরকার, সুমিত, আধুনিক ভারত ১৮৮৫কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী ১৯৪৭ -, ২০১৩

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

মল্লিক, সমর কুমার, আধুনিক ভারতের রূপান্তর রাজ থেকে স্বরাজ, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ২০১৭২০১৮ -

ত্রিপাঠী, অমলেশ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী জাতীয় কংগ্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স ১৪২৫ রায়, সিদ্ধার্থ গুহ; চট্টোপাধ্যায় সুরঞ্জন, আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগেশিভ পাবলিশার্স ২০১৯

TGJCT
EST. 2025

All rights reserved. © 2026